দৈনিক
ইত্তেফাক

07 MAR 2017

# পাঠ্যবই সংশোধনে চাই কমিশন

## মতবিনিময় সভায় বক্তাদের অভিমত

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

দেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে আড়াই কোটি শিক্ষার্থী রয়েছে। রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যে শিক্ষায় গড়ে উঠবে তার জন্য যত টাকাই ব্যয় হোক না কেন তা রাষ্ট্রের করতে হবে। সরকারের সদিচ্ছাই এখানে যথেষ্ট। পাঠ্যপুস্তকের মধ্য দিয়ে একজন শিক্ষার্থী নিজেকে গড়ে তোলে। বর্তমানে আমরা যে ভয়াবহ সংকটের মুখোমুখি হচ্ছি তা এই পাঠ্যপুস্তক দেখে বোঝা যায়। একটি গোষ্ঠী দাবি দিয়েছে এবং তা মানা হচ্ছে। যা গোটা দেশটিকে আবারো একটি ভয়বহ বিপর্যয়ে নিয়ে যাবে। এটা শুধু 'শব্দ' বদল নয়, এটা গভীর ষড়যন্ত্র। প্রয়োজনে নাগরিক পর্যায়ে একটি শিক্ষা কমিশন থাকতে হবে।

গতকাল সোমবার 'অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক, মানবিক, নারী-পুরুষের সমতাপূর্ণ সমাজ গঠনের লক্ষ্যে শিক্ষানীতি ও পাঠ্যসূচি চাই' শীর্ষক মতবিনিময় সভায় বক্তারা এসব কথা বলেন। আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে 'বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ' আয়োজিত পরিষদের সুফিয়া কামাল ভবনের 'আনোয়ারা বেগম মুনিরা খান' মিলনায়তনে এই মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মহিলা পরিষদের সভাপতি আয়শা খানম বলেন, পাঠ্যসূচির পরিবর্তন আমাদের উদ্বেগের বিষয়। শিক্ষা ক্ষেত্রে, পাঠ্যসূচিতে এই পরিবর্তন সমাজের মানসিকতা পরিবর্তনে ভূমিকা রাখছে। কারণ শিক্ষা ক্ষেত্রেই যদি সাম্প্রদায়িকতা থাকে তাহলে সেই সাম্প্রদায়িকতা পুরো সামাজের মাঝে ছড়িয়ে পড়বে।

শিক্ষাবিদ অধ্যাপক মুনতাসির মামুন বলেন, ২০১৯ সালের আগে এর পরিবর্তন হবে না। কারণ এটি সরকার করেছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় নয়। হেফাজতের কৌশল এখানে সফল হয়েছে। দরকার হলে নাগরিক পর্যায়ে একটি শিক্ষা কমিশন থাকতে হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

### 'শব্দ' পরিবর্তনের নামে চলছে গভীর ষড়যন্ত্র, এ বিপর্যয় থেকে নতুন প্রজন্মকে রক্ষার তাগিদ

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক বলেন, বাংলাদেশে প্রাথমিক মাধ্যমিক পর্যায়ে আড়াই কোটি শিক্ষার্থী রয়েছে। পাঠ্যপুস্তকের মধ্য দিয়ে এই প্রক্রিয়ায় একজন শিক্ষার্থী নিজেকে গড়ে তোলে। বর্তমানে আমরা যে ভয়াবহ সংকটের মুখোমুখি হচ্ছি তা এই পাঠ্যপুস্তক দেখে বোঝা যায়।

সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি গোলাম কুদ্দুস বলেন, পাঠ্যসূচির এমন অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আমাদের আশা ছিল না। আমরা এর প্রত্যাহার চাই। রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যে শিক্ষায় গড়ে উঠবে তার জন্য যত টাকা ব্যয় হোক না কেন তা রাষ্ট্রের করতে হবে। সরকারের সদিচ্ছাই এখানে যথেষ্ট বলে তিনি উল্লেখ করেন। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. নাসিম আক্তার হোসাইন বলেন, শুধু শব্দ বদল নয় এটা গভীর ষড়যন্ত্র। আমরা পাকিস্তানের সেই ভাবধারাতেই ফিরে যাচ্ছি বলে তিনি উল্লেখ করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ কল্যাণ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক তৌফিকুল হক বলেন, পাঠ্যপুস্তকে আমরা যে ধরনের বিষয়গুলো লক্ষ্য করছি এগুলো একধরনের বিপর্যয়। বর্তমানে যে শক্তি ক্ষমতায় আছে, আমরা নিরাপদ বোধ করি; কিন্তু সেই জায়গাটি অনেকটাই শিথিল হচ্ছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

মতবিনিময় সভায় আরো বক্তব্য রাখেন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু, সংগঠনের সহ-সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেম, লক্ষ্মী চক্রবর্তী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাখী দাশ পুরকায়স্থ, সীমা মোসলেম, সহ-সাধারণ সম্পাদক মাসুদা রেহানা বেগম, আন্তর্জাতিক সম্পাদক রেখা সাহা, প্রচার ও গণমাধ্যম সম্পাদক দিল মনোয়ারা মনু, প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পাঠাগার সম্পাদক রীনা আহমদ, অর্থ সম্পাদক দিল আফরোজ বেগম, রোকেয়া সদন সম্পাদক নাসরিন মনসুর, সংস্কৃতি সম্পাদক বুলা ওসমানসহ সংগঠনের ঢাকা মহানগর শাখার বিভিন্ন নেতা।